ষষ্ঠ অধ্যায়:
উপনিবেশোত্তর চেতনা ও জাদুবিশ্বাস

"It is not enough to try to get back to the people in that past out which they have already merged; rather we must join them in that fluctuating movement which they are giving a shape to, and which, as soon as it has started, will be the signal for everything to be called in question. Let there be no mistake about it, it is to this zone of occult instability where the people dwell that we must come, and it is there that our souls are crystallized and that our perceptions and our lives are transfused with light."[১]

Frantz Fanon

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীতে যেসমস্ত নন্দনতত্ত্বের জন্ম হয়েছে তার মধ্যে উপনিবেশোত্তরবাদ ভারতীয় তথা বাংলা সাহিত্য আলোচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬১ সালে ফ্রান্স থেকে প্রকাশিত Frantz Fanon-এর 'The Wretched of The Earth' গ্রন্থটিতেই আলজিরিয়ান স্বাধীনতা সংগ্রামের তাত্ত্বিক দিক উন্মোচন ক'রে উপনিবেশোত্তর চেতনার সলতে পাকানোর কাজটা অনেকটাই সেরে ফেলা হয়েছিল। তার পর ১৯৭৮ সালে Edward Said 'Orientalism'-এ 'আমরা' ও 'ওরা'-র বিস্তারিত আলোচনায় উপনিবেশোত্তর চেতনার দীপটি প্রজ্জ্বলিত করেন। পরবর্তীতে হোমি ভাবার 'The Location of Culture' (১৯৯৪ সাল) ও গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের মাধ্যমে একটি পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ নন্দনতত্ত্ব বলে আত্মপ্রকাশ করে উপনিবেশোত্তরবাদ। সেখানে ভারতীয় উপমহাদেশ, নাইজিরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ক্যারিবিয়ানের কিছু অংশের অনেক প্রগতিশীল প্রতিবেদনকারও সরাসরি অংশগ্রহণ করেন।

বস্তুত, কোনো শক্তি যখন অন্য কোনো শক্তিকে পরাজিত করে, তাকে শোষণ ও শাসন করতে শুরু করে, পরাধীনতার সেই প্রথমদিন থেকেই পরাজিত শক্তিটির মধ্যে বিজয়ী শক্তির বিরুদ্ধে নিজের মতো করে আস্তে আস্তে গড়ে উঠতে থাকে প্রতিরোধ। এর প্রভাবেই বিজয়ী শক্তিটি চিরকাল বিজিত শক্তিটিকে নিজের অধীনে রাখতে পারে না; একসময় অধীনস্থ শক্তি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হয়। কিন্তু তবুও তার সেই স্বাধীনতা সার্বিক হয় না। স্বাধীনতার পরেও সাংস্কৃতিকভাবে কীভাবে তারা নিজের অজান্তেই প্রভুপুচ্ছানুগ্রাহী থেকে যায়, প্রধানত সেই জায়গা থেকেই উপনিবেশোত্তর চেতনা তার আলোচনা শুরু করে।

অধিকৃত এলাকায় ক্ষমতা কায়েম করতে ঔপনিবেশিক শক্তিকে আবশ্যিকভাবে বেশ কিছু জায়গায় ওলট-পালট, প্রতিস্থাপন ও অনুপ্রবেশ ঘটানোর চেষ্টা চালাতে হয়। উপনিবেশ ভারতের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। শুধুমাত্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অর্থাৎ সমাজটার শরীরী কাঠামোর ওপর নয়, অন্তঃস্থলটাকেও দখল করতে ইংরেজরা তার মনন চিন্তনের জগতটাকে জোর করে নিজের ছাঁচে ঢালার কৌশল নিয়েছিল। তৎকালীন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহলকে তারা বিশ্বাস করাতে সফল হয়েছিল যে, ব্রিটিশরা সব দিক দিয়ে ভারতের চেয়ে উৎকৃষ্ট; তাদের ধ্যান ধারণাই ঠিক; ভারতের নিজস্ব কোনো উন্নত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নেই; সুতরাং ইংরেজদের পুচ্ছগ্রাহিতাই ভারতের উন্নয়নের একমাত্র রাস্তা। ক্ষমতা দখলকারী ও ক্ষমতার লক্ষ্যবস্তু—দু'য়ের বৈশিষ্ট্য বা স্বভাব সেদিন শ্রেণিকৃত করে দেওয়া হয়েছিল পরস্পর বিপ্রতীপ কতকগুলি শব্দে—উন্নত-অনুন্নত, সভ্য-অসভ্য, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, আলোকিত-অন্ধকারাচ্ছন্ন, প্রগতিশীল-আদিম, যুক্তি-আবেগ, বুদ্ধি-অন্ধ প্রবৃত্তি, বিজ্ঞান-কুসংস্কার, এবং সর্বোপরি ঠিক-ভুল। আর এই পার্থক্যটাকে ভারতীয়দের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভরে দেওয়ার প্রয়োজনেই ইংরেজরা এদেশে প্রবর্তন করেছিল ইংরেজ-শিক্ষার—"...it is impossible for us, with our limited means, to attempt to educate the body of the people. We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons,

Indian in blood and colour, but English in opinions, in morals, and in intellect."[2]

১৯৪৭ সালের পরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পরেও, প্রাক্তন উপনিবেশ ভারত তথা বাংলা ঔপনিবেশিক কালপর্বের জীবনচর্চায় আত্তীকৃত সেই প্রাগুক্ত বিপরীত শব্দগত ধারণাগুলিকে, এককথায় পুরো ঔপনিবেশিক কাঠামোটাকেই লালন করে চলে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত। সেখানে জাদুবিশ্বাসও উঠে আসে ঔপনিবেশিকতায় জারিত হয়ে। বিজ্ঞানবাদ দিয়ে প্রতি মুহূর্তে তাকে পর্যুদস্ত করা হয়—বোঝানো হতে থাকে জাদুবিশ্বাসগুলি ভুল, জাদুবিশ্বাসীরা মূলত অশিক্ষিত, ভ্রান্ত, অবৈজ্ঞানিক, জাদুচর্চাকারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঠক, জোচ্চোর। তাই প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানবাদ দিয়ে তাকে প্রতিস্থাপনের চেষ্টা চলতে থাকে।

কিন্তু উত্তর ঔপনিবেশিক প্রতিবেদনে, বিশেষত উপন্যাসে, জাদুবিশ্বাস আবারও রূপান্তরিত হয়ে যায় বিশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। ঔপনিবেশিক শক্তির মুখোমুখি দাঁড়াতে প্রাক্তন উপনিবেশ শক্তিটি এবার নিজের দিকে ফিরে তাকায়। ঔপনিবেশিক শিক্ষাগত ঠিক-ভুলগুলিকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে সে প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়ে ধরে তার যা কিছু আছে, সবকিছুকে। ঔপনিবেশিক আধুনিকতায় যে জাদুবিশ্বাসকে এতদিন দূরে সরিয়ে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলবার আত্যন্তিক প্রচেষ্টা চলছিল, এবার সেগুলোকেই তুলে আনা হয়, আর রাখা হয় তাদের স্বস্তিকর আবহের মধ্যেই। সেখানে অনেকের কলমে জাদুবিশ্বাস ফিরে আসে ঔপনিবেশিক খোলসটাকে খুলে ফেলে, দেশীয় ঐতিহ্যের পরিচায়করূপে। কাহিনিকে নতুনভাবে বুনে তোলেন ঔপন্যাসিকরা। জাদুবিশ্বাস, জাদুচর্চাকারী বা জাদুনির্ভরশীলদের প্রতি আর তাচ্ছিল্য কিংবা বিরক্তির ভ্রুকুটি নয়, বরং তাদের সাথেই পাঠককে হাসাতে শুরু করেন, কাঁদাতে শুরু করেন, বাঁচাতে শুরু করেন সাহিত্যস্রষ্টা ব্রহ্মারা। পাঠকদের মনে এক অন্য রকম সহানুভূতির জায়গা তৈরি হয় এই মানুষগুলোকে ঘিরে। তাদের দুরবস্থায় আর Poetic Justice নয়, কেমন যেন চিনচিনে ব্যথা অনুভব করতে থাকে বুকের মধ্যে। এতদিন ঔপনিবেশিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের জাঁতাকলে পড়ে যাদের পক্ষে অস্তিত্বরক্ষা করাই কঠিন হয়ে উঠেছিল, আবার

যেন উপনিবেশোত্তরবাদের আনুকূল্যে প্রাণ ফিরে পায় তারা। উপনিবেশোত্তর চেতনার প্রক্ষেপে জাদুবিশ্বাস ঔপনিবেশিক কলেবর থেকে সম্পূর্ণ নতুন অবয়বে উঠে আসে, বিশেষ করে ভগীরথ মিশ্র, নবারুণ ভট্টাচার্যদের উপন্যাসে।

তথ্যসূত্র:

১. মাসুদুজ্জামান। *উত্তর-উপনিবেশবাদ, নারীবাদ ও সেলিনা হোসেনের গল্প(প্রবন্ধ),* কালি ও কলম (সাহিত্য পত্রিকা), ২০১২, ভূমিকা অংশ

২. Macaulay, T. B.. *Minute of 2 Feb 1835 on Indian Education*, Shelterbelt.com/ARCHIVE, Internet